দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 JUN 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

13

# আজ কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু

আজ রোববার থেকে কুমিল্লা ও যশোর শিক্ষাবোর্ডের ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ২৯শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে এ দু'টি বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষা ২রা মে শুরু হয় এবং যথাসময়ে শেষ হয়েছে।

এসএসসি : পৃঃ ৮ কঃ ৪

## আজ এসএসসি পরীক্ষা শুরু

(১ম পাতার পর)

যশোর ও কুমিল্লা বোর্ডে এ বছর সর্বমোট ২ লাখ ৯৮ হাজার ৭শ' ৫৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। এর মধ্যে যশোর বোর্ডের ১শ' ৫টি কেন্দ্রে ৯৮ হাজার ৫শ' ১৩ জন এবং কুমিল্লা বোর্ডের সৌদি আরবের একটি কেন্দ্রসহ ১শ' ৩১টি কেন্দ্রে ১ লাখ ৩০ হাজার ২শ' ৪০ জন পরীক্ষা দেবে। খবর চট্টগ্রাম অফিস, কুমিল্লা জেলা বার্তা পরিবেশক ও বাসস'র।

কুমিল্লা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক জানান, এবারের মোট ১ লাখ ৩০ হাজার ২শ' ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মহিলার সংখ্যা হচ্ছে ৪২ হাজার ৭শ' ১৫। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১ হাজার ৪শ' ১৬ এবং সাধারণ বিজ্ঞানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৭শ' ২৭।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, বৃহত্তর চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই পাঁচটি জেলায় ঘূর্ণিঝড় কিংবা জলোচ্ছ্বাসে সম্পূর্ণ ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত মোট সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৭২০টি। এর মধ্যে ৩৯টি সরকারী ও ৬৮১টি বেসরকারী বিদ্যালয়।

জেলা শিক্ষা অধিদপ্তর জানায়, দুর্গত এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্র মেরামত, পুনঃনির্মাণ এবং বইপত্র কেনার জন্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। প্রত্যেক জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে এসব অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

সূত্র আরো জানান, সরকারী ছাড়াও অনেক বেসরকারী এবং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন বইপত্র, কাগজ-কলম ও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। অনেকে ব্যক্তিগতভাবেও সাহায্য দিয়েছে। তাছাড়া, পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডের বহু এসএসসি পরীক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে তাদের ব্যবহৃত বইপত্র, নোট ইত্যাদি দুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রায় মাস খানেক আগেই বইপত্র ও আর্থিক সাহায্য বিতরণের কাজ শেষ হয়েছে। প্রশিকা, কনসার্ণ ইত্যাদি কয়েকটি এনজিও প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিপুল পরিমাণ বইপত্র বিতরণ করেছে।

পরীক্ষা গ্রহণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে সীট নাম্বার লাগানো হয়েছে। তাছাড়া, দুর্গত এলাকায় খোলা আকাশের নীচে কাউকে পরীক্ষা দিতে হবে না বলেও সূত্র জানান।